Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর

তারিখঃ ২৩/১০/২০২২ (পৃঃ ০৭)

লালমনিরহাট : আগাম স্বল্প মেয়াদি জাতের আমন ধান কাটায় ব্যস্ত কৃষকরা –সংবাদ

কার্তিকের ধানে কৃষকের মঙ্গা জয়ের হাসি

মনিরুজ্জামান সরকার, লালমনিরহাট

দফায় দফায় বন্যা, ভারি বর্ষণ ও ঝড় হাওয়ায়সহ নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও লালমনিরহাটে আগাম স্বল্প মেয়াদী জাতের আমন ধান চাষ করে ঘরে তুলতে পারায় মহা খুশি প্রান্তিক চাষি ও কৃষি শ্রমিকরা। ধানের ভালো ফলন ও বাজারদর পেয়ে অনেকটা ক্ষতি পুষিয়ে ওঠবেন বলে আশাবাদি কৃষকদের। চালসহ সব দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধিতে যখন নিম্নআয়ের মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে তখনই কার্তিকের আগাম ধান কৃষকের মুখে মঙ্গা জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছে ।

অগ্রহায়ণ মাস আসতে এখনো ঢের বাকি। চলছে কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহ। এক সময় এই মাসেই লালমনিরহাটের ঘরে ঘরে হানা দিত মঙ্গার ভয়াল থাবা। কিন্তু কালের বির্বতনে সব কিছুই যেন পাল্টে গেছে। এখন আর অগ্রহায়ণ মাসের অপেক্ষা নয় আগাম জাতের ধান চাষ করে এ অঞ্চলের কৃষক আশ্বিন-কার্তিক মাসেই মঙ্গা জয় করতে শিখেছেন। চলতি মাসেই লালমনিরহাটসহ রংপুর বিভাগের আট জেলার বিভিন্ন এলাকায় আগাম জাতের আমন ধান কাটা ও মাড়াই শুরু হয়েছে।

এসব ধান কাটা ও মাড়াই শুরু হওয়ায় কৃষকদের মুখে দেখা দিয়েছে হাসির ঝিলিক। কৃষকদের ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক বধূরাও থেমে নেই। ধান কেটে বাড়ি আনার পর ধান মাড়াই, শুকিয়ে ঘরে তোলা- এ কাজ করছেন কৃষকবধূ ও মেয়েরা। আগাম আমন ধানের ফলনও হয়েছে ভালো। কৃষকরা বলছেন আগাম আমন চাষে মঙ্গা উধাও হয়ে গেছে।

ধানের দাম ভালো থাকায় চাষিদের মনও উৎফুল্ল। অপরদিকে মজুরি বেশি থাকায় কৃষি শ্রমিকরা রয়েছেন চাঙা। ধান কাটা ও মাড়াই করতে কৃষি শ্রমিক পাওয়াই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। দিন হাজিরায় আড়াই থেকে ৩০০ টাকা দিয়েও শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না।

চলতি আমন মৌসুমে উত্তরাঞ্চলের রংপুর বিভাগের আট জেলায় ১২ লাখ ৮৬ হাজার ৪৯ হেক্টর জমিতে আমন চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে উৎপাদন ধরা হয়েছে ৩৫ লাখ ৫৯ হাজার ৯৬৩ মেট্রিক টন চাল। এর মধ্যে আগাম জাতসহ হাইব্রিড চাষ হয়েছে প্রায় ৭ লাখ হেক্টর জমিতে যা মোট আবাদি জমির ৪৩ শতাংশে।

লালমনিরহাট

এবারের আমন আবাদের শুরুটা মোটেও ভালো ছিল না। প্রথম থেকেই কৃষকের মধ্যে ছিল শঙ্কা। প্রথমত, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হওয়া, দ্বিতীয়ত অকালবন্যা। ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকের মাথায় হাত পড়ে। আমনের যে টার্গেট তারা করেছিল, তা পূরণ না হওয়ার শঙ্কাই দেখা দেয়। বর্ষাকাল পেরিয়ে যাওয়ার পর আকাশে কালো মেঘের আনাগোনায় কৃষকের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তারপর বন্যার আঘাত। সবকিছু মোকাবিলা শেষে মাঠ ঘুরে দেখা যায় আমনের ফলন এবার ভালোই হবে। তবে বিভিন্ন আগাম আমনের জাত যে এখন ৭৫ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে ফলন দিতে পারে, তা অবাক করে দিয়েছে কৃষকদের। দিন মাস বছর যতই পার হচ্ছে, ততই যেন নতুন নতুন আগাম জাতের আমন ধান কৃষককে উজ্জীবিত করছে।

কৃষকরা জানান, তিন বছর আগেও এক একর জমির ধান কাটা ও মাড়াই করতে এক থেকে দেড় হাজার টাকা লাগত। এবার প্রায় তিন গুণ বেশি মজুরি দিতে হচ্ছে। অপরদিকে দিন হাজিরায় যেসব শ্রমিক কাজ করতেন, তাদেরও মজুরি দ্বিগুণ হয়েছে। দু-তিন মৌসুম আগে ১০০ টাকায় যে শ্রমিক দিন হাজিরায় কাজ করতেন, এবার তারা ২৫০ টাকার নিচে কাজ করছেন না। কোনো কোনো স্থানে তিন বেলা খাওয়াসহ ৩০০ টাকা হাজিরা পাচ্ছেন। বাস্তবতায় অগ্রহায়ণ মাসের আমন ওঠার আগে আগাম জাতের অনেক ধানের আবাদও হচ্ছে রংপুর অঞ্চলে। সেই ধান এখন ঘরে উঠছে। আগাম এই আবাদ এ অঞ্চলে আশ্বিন-কার্তিক মাসের অভাব (যা মঙ্গা নামে পরিচিত) দূর করেছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) উদ্ভাবিত ব্রি-৩৩ ও বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) উদ্ভাবিত বিনা-৭ ধান আমনের আগে ফলন দিয়েছে। ব্রি-৩৩ ও বিনা-৭ আবাদে খরচ তেমন নেই। বিঘাপ্রতি উৎপাদন ১৬ থেকে ১৮ মণ। এ অঞ্চলে এখন সারা বছর কোনো না কোনো জাতের ধানের আবাদ হচ্ছে। ধানের 'নির্দিষ্ট মৌসুম' দিনে দিনে উঠে যাচ্ছে। এই আবাদে ফসল ঘরে উঠতে সময়ও লাগে কম। ৭৫ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে ফসল ঘরে তোলা যায়। ব্রি-৫৪ পর্যন্ত জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। বর্তমানে আমন মৌসুমে যে ধান হয় তা ব্রি-৪৯, বিআর-১১, বিআর-৩২। হালে বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্বল্প সময়ে ফলনের এক জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে। বিএইউ-১ জাতের এই ধানকে বলা হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধু-১' ধান। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় বিনা-৭ ও ব্রি-৩৩ জাতের (উফশী) ফলন মিলেছে প্রতি হেক্টরে ২ দশমিক ৯৪ মে. টন থেকে ৩ মে. টন পর্যন্ত।

এই আবাদ পেয়ে লালমনিরহাটের কৃষক খুশি। রংপুর কৃষি অঞ্চলের লালমনিরহাট জেলা সদর, আদিতমারি, কালিগঞ্জ, হাতিবান্ধা ও পাটগ্রাম উপজেলায় আগাম আমন ধান কাটা ও মাড়াই ধুমছে চলছে। কৃষকরা ঘরে ধান তুলছে। এরপর পুনরায় সেই জমি তৈরি করে সেখানে আবাদে নামবে আগাম আলু ও সরিষার। এলাকার কৃষকরা জানান, এবার আগাম আমন ধান আবাদ ভালোই হয়েছে। এ দিকে কৃষি বিভাগের লালমনিরহাট কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হামিদুর রহমান জানান, আগাম আমন ধান আবাদ ভালো হয়েছে। কৃষকরা বর্তমান সময় তাদের মঙ্গা দূর করে প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছে।